পবিত্র ঈদুল ফিতর ১৪৪৩ হিজরী

আল কায়েদা উপমহাদেশ, বাংলাদেশ হালাকা

ঈদবার্তা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أمابعد

বাংলাদেশের প্রাণপ্রিয় মুসলিম ভাই বোন!

পবিত্র ঈদুল ফিতরের মোবারকবাদ গ্রহণ করুন। পবিত্র রামাদান মাসে আমাদের সওম, সালাত, সাদাকা, কুরআন তিলাওয়াতসহ সমস্ত নেক আমল মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কবুল করুন। ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো উপেক্ষা করে আমাদের এই তুচ্ছ প্রচেষ্টাগুলোর প্রতিদান বহু গুণে বাড়িয়ে দিন। আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন। নিশ্চয় আমাদের রব পরম করুণাময়, অতীব ক্ষমাশীল। বছরের বাকি মাসগুলোতেও আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রামাদানের মতো ইবাদত করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

বর্তমানে আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। প্রতিবারের মতো এবারও পবিত্র রামাদান মাসে ক্রুসেডারদের সমর্থনপুষ্ট যায়নবাদী ইহুদীরা পবিত্র আল-আকসা মসজিদে আক্রমণ তীব্র করেছে। ফিলিস্তিনের বীর সন্তানদের আহত, বন্দী এবং হত্যা করছে। মুসলিমদের ভূমি জবরদখল করে যাচ্ছে। বরাবরের মতোই যায়নবাদী ইহুদীদের নীরব সমর্থন ও গোপন সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বের তাগুত শাসকগোষ্ঠীগুলো খোলাখুলিভাবে যায়নবাদী ইহুদীদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করে চলেছে। মাসজিদুল আকসার উপর কাফেরদের এই নির্লজ্জ আক্রমণ সারা বিশ্বের মুসলিমদের অন্তরকে রক্তাক্ত করছে। অপরদিকে কট্টর হিন্দুত্ববাদী শক্তি কাশ্মীরসহ সমগ্র ভারত জুড়ে মুসলিম নিধনের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে কোথাও রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং কোথাও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদে মুসলিম নির্যাতনের মাত্রা প্রতিদিনই বৃদ্ধি করছে। ঠুনকো অজুহাতে মুসলিমদের হত্যা করা, তাঁদের সম্পদ দখল করা, ঘর-বাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়া এখন তাদের নিত্যদিনের অনিবার্য ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের উপরও হিন্দুত্ববাদী রামরাজ্যের এই আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রবেশ করেছে এক নতুন ও আগ্রাসী পর্যায়ে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ও বানিজ্যসহ প্রশাসনের সর্বত্র হিন্দুদের ক্ষমতায়ন ও নিয়ন্ত্রণ,

ইস্কনের মতো জঘন্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর প্রকাশ্য আস্ফালন তা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এ ভূখণ্ডের মুসলিমদের হিন্দুত্ববাদ বিরোধী চেতনাকে দমনের জন্য ভারতের আজ্ঞাবহ সরকার নানা কৌশল গ্রহণ করেছে। মুশরিক প্রভুদের খুশি করার জন্য আলেম-উলামাদের উপর নজীরবিহীন জেল জুলম ও নির্যাতন চালাচ্ছে। তাঁদের চরিত্র হননে মিথ্যাবাদী মিডিয়াকে সাথে নিয়ে জঘন্য মিথ্যাচার করে চলেছে। সাধারণ মুসলিমদের ঈমানের কারণে হয়রানি করছে। এ সবই করা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী অপশক্তির ইশারায়।

সুবহে সাদিক উদীয়মান!

আপাত দৃষ্টিতে এ পরিস্থিতি অত্যন্ত অন্ধকার মনে হলেও, মুমিনদের আশাবাদী হবার বিভিন্ন কারণও বিদ্যমান আলহামদুলিল্লাহ। হিন্দুত্ববাদী শক্তি ও তাদের দেশীয় এজেন্টদের আজকের এই কর্মকাণ্ড আগামীতে এ ভূখণ্ড ও উপমহাদেশের মেরুকরণকে আরো তীব্র করবে। ঈমান ও কুফরের সংঘাতের বাস্তবতাকে স্পষ্ট করবে। তাওহীদ ও শিরকের শিবির আলাদা করে দিবে। তাগুত সরকারের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে, তারা হিন্দুত্ববাদী শক্তির এজেন্ট এবং সাহায্যকারী বাহিনী। এটিও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই সরকার এবং তাদের হিন্দুত্ববাদী মনিবেরা এ ভূখণ্ডে তাওহীদি চেতনা এবং দ্বীনি আদর্শকে কোনভাবেই সহ্য করবে না। তাদের সংঘাত মুসলিমদের কোন বিশেষ দল, সংগঠন কিংবা ধারার সাথে নয়। তাদের দ্বন্দ্ব আমাদের কালেমার সাথে, আমাদের সালাতের সাথে, আমাদের ঈমান ও দ্বীনি পরিচয়ের সাথে।

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“তারা শুধু এজন্যই তাদেরকে নির্যাতন করেছিল যে, তারা পরাক্রম ও প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করেছে।” (সূরা বুরূজ: ৮)

বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই বাস্তব সত্যগুলো আজ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। যে বিষয়গুলো মুজাহিদরা বছরের পর বছর, দাওয়াতের মাধ্যমে বোঝানর চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তাগুতী শক্তি নিজেরাই আজ নিজেদের মুখোশ খুলে তা মানুষের কাছে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। একই সাথে এটিও স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, অন্য কোনো পথে এই হিন্দুত্ববাদী শক্তি এবং তাদের দেশীয় এজেন্টদের কবল থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। মুক্তির একমাত্র পথ তাওহীদ ও জিহাদ এবং ‘হাদীদে’র নববী পথ।

ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রেও সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে আজ এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মাসজিদুল আকসাকে কোন আলোচনার টেবিলে মুক্ত করা যাবে না। কোন সম্মেলন কিংবা চুক্তির মাধ্যমে উম্মাহ'র হারানো মর্যাদা ফিরে আসবে না। তাগুত শাসকদের ফাঁপা বুলি কিংবা অর্থহীন বাগাড়ম্বরে সম্মান ও মর্যাদা ফিরে পাওয়া যাবে না। বরং আল আকসা ঐ পথেই আবার মুক্ত হবে, যেভাবে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর ইচ্ছায় তা মুক্ত করেছিলেন। ইহুদীদের প্রাপ্য ঐভাবেই বুঝিয়ে দিতে হবে, যেভাবে খায়বার এবং বনু কুরাইযায় বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল।

إِذَا أَرَادَ اللهُ أَمْراً هَيَّأَ لَهُ أَسْبَابَهُ

মহান আল্লাহ যখন কোন পরিণতি আনতে চান, তখন তার প্রেক্ষাপট ও উপায় উপকরণ প্রস্তুত করে দেন। এমন আশা জাগানিয়া বেশ কিছু বড় বড় লক্ষণ আমরা ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষও করছি আলহামদুলিল্লাহ।

ক. উসমানি খেলাফতের পতনের ঠিক একশ বছরের মাথায় (সৌরবর্ষ হিসেবে ৩ বছর কম হলেও চান্দ্রবর্ষ হিসেবে পূর্ণ একশ বছর) পুনরায় আফগানিস্তানে একটি ইসলামি ইমারাহ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ'র বারাকাহপূর্ণ বীজ বোপিত হল।

খ. বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তি আমেরিকা এবং ন্যাটোর মতো পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক শক্তিশালী সামরিক জোটের পরাজয়ের মাধ্যমে অর্জিত এই বিজয় যে, ভবিষ্যত পৃথিবীর অনেক চিত্রই তুলে ধরছে, তা চক্ষুষ্মানদের কাছে খুবই স্পষ্ট। বিশ্বমঞ্চ থেকে আমেরিকার এই একক নেতৃত্বের অবসান, আলহামদুলিল্লাহ মুজাহিদদের কাজের অনেক বদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে।

গ. নিজেদের ভূমিগুলো নিরাপদ রেখে; যুদ্ধের যে দাবানল শত বছর থেকে তারা মুসলিমদের ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে রেখেছিল, আল্লাহর ইচ্ছায় তা আজ তাদের ঘরে জ্বলতে শুরু করেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং একই সূত্রে গাঁথা রাশিয়া-ইউরোপ-আমেরিকার প্রকাশ্য দ্বন্দ্বও মুজাহিদদের অগ্রগতি ও মুসলিম উম্মাহর উত্তরণে অনেক বড় সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হবে বি-ইযনিল্লাহ।

ঘ. ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার মোকাবেলায়, মুসলিমদের প্রতারিত করার, পশ্চিমাদের শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার গণতন্ত্রের পতনঘণ্টাও ইতিমধ্যে বেজে উঠেছে। জো বাইডেনের 'নতুন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আর কোনো যুদ্ধে না জড়ানো' এমন মুচলেকা থেকে এই বার্তা খুবই স্পষ্ট। আমরা বিশ্বাস করি, পৃথিবীর এক প্রান্তে খেলাফতের বীজ অঙ্কুরিত হওয়া এবং অপর প্রান্তে গণতন্ত্রের ক্লান্তির এমন দীর্ঘশ্বাস এক ও অভিন্ন সূত্রে গাঁথা।

বিষয়গুলো খুবই সংক্ষেপে তুলে ধরলাম। বস্তুত মুসলিমদের উত্তরণ ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথে এগুলো একেকটি মাইল ফলক কিংবা খেলাফত প্রতিষ্ঠার পথে চেপে বসা একেকটি জগদ্দল পাথর! আল্লাহর ইচ্ছা শামিলে হাল থাকলে এই অগ্রগতি থামাবার শক্তি পৃথিবীতে আপাতদৃষ্টিতে নজরে পড়ছে না। এখন সময় পালা বদলের! এখন সময় শুধু আমাদের এগিয়ে যাবার! তবে এর জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কিছু রক্ত-ঘাম দিতে হবে।

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“তোমাদের যদি আঘাত লেগে থাকে, তবে তাদেরও অনুরূপ আঘাত (ইতিপূর্বে) লেগেছিল। এ তো দিন-পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদলাতে থাকি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে শহীদ করা। আল্লাহ জালিমদের ভালোবাসেন না।” (সুরা আলে ইমরান: ১৪০)

আমরা বিশ্বাস করি এই সকল ঘটনাপ্রবাহ ও প্রতিকূলতার মাধ্যমে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের তাওবাহর সুযোগ করে দিচ্ছেন, আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করিয়ে নিচ্ছেন এবং আসন্ন মহাসংঘাত এবং বিজয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত করছেন। এমতাবস্থায় মুমিনদের দায়িত্ব হল সবরে অটল থেকে এবং মহান আল্লাহর নির্দেশনা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে কাজ করে যাওয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে মু'মিনগণ! ধৈর্য অবলম্বন কর, দৃঢ়তা প্রদর্শন কর, নিজেদের প্রতিরক্ষাকল্পে পারস্পরিক বন্ধন মজবুত কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” (সুরা আলে ইমরান : ২০০)

মহান আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এক ঐতিহাসিক পালাবদলের সময়ে বেঁচে আছি। আলহামদুলিল্লাহ্, আগামীর ইতিহাস গড়ার সুযোগ আল্লাহ আমাদের দান করেছেন। আমাদের দায়িত্ব, এই সুযোগকে যথাযথ কাজে লাগানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো।

হে শহিদী তামান্না হৃদয়ে ধারণকারী প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

পবিত্র ঈদের দিনে রাব্বুল আলামীনের কাছে আমরা ফরিয়াদ করি, তিনি যেন তানজিম আল-কায়েদার উপমহাদেশ শাখাসহ পৃথিবীর সকল মুজাহিদকে তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে দৃঢ়পদ ও মজবুত রাখেন। আমরা এক দীর্ঘমেয়াদী ও সর্বব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত। এই যুদ্ধ আকীদাহ'র, এই যুদ্ধ সবরের, এই যুদ্ধ ফিকিরের, এই যুদ্ধ বিশুদ্ধতার। এই যুদ্ধে বিজয় অর্জনের পথ সুদীর্ঘ। এই পথ ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বন্দীত্ব, রক্ত, খুলি ও ছিন্নভিন্ন দেহ দ্বারা বেষ্টিত। এই বাস্তবতা বুঝেই মহান আল্লাহর রহমতে আমরা এই পথে এসেছি। মহান আল্লাহর এই নিয়ামতকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো আমাদের দায়িত্ব।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

দাওয়াহ ও জিহাদের এই দীর্ঘ পথে এগিয়ে যাওয়ার রসদ হল আপনাদের কোরবানী এবং একনিষ্ঠ মেহনত। আপনাদের সবর, ইখলাস ও আনুগত্য। আর মহান আল্লাহর ইচ্ছায় গন্তব্যে পৌছানোর জন্য আবশ্যক হল, পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী উপযুক্ত কৌশলগত, রাজনৈতিক এবং সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জায়েযের পরিবর্তে উত্তমকে প্রাধান্য দেয়া। সাময়িক অর্জনের উপর দীর্ঘমেয়াদী অর্জনকে গুরুত্ব দেয়া। মহান আল্লাহ তা'আলা যে গুরু দায়িত্বের জন্য আমাদের বাছাই করেছেন, যথাযথভাবে সেই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখা জরুরী। পাশাপাশি দাওয়াহ ও জিহাদের ফসলকে যথাযথভাবে ঘরে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক এবং ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা অর্জনও জরুরী।

হে প্রিয় ভাই!

বিজয়ের সমীকরণ কেবল বস্তুগত সামর্থ্য, শক্তি কিংবা লোকবলের উপর নির্ভর করে না। বরং মুমিনদের বিজয় নির্ভর করে তাকওয়া এবং মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে নৈকট্যের উপর। কাজেই আমাদের ব্যক্তিগত ঈমান-আমলের ঘাটতি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পুরো কাফেলাকেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। তাই আমাদের বিনীত আবেদন, আমরা সকলে যেন এ বিষয়ে সতর্ক হই। আমাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে দ্বীন ও উম্মাহর বিজয় যেন ব্যাহত না হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে ও আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন।

হে আমার ভাই!

জোরদার মেহনত অব্যাহত রাখুন। প্রতিকূল পরিস্থিতি যেন আপনার কাজের গতিকে স্তিমিত না করে। বরং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই যেন আপনার কাজের মান ও গতি বৃদ্ধি পায়। প্রতিকূলতাই সাধারণ এবং অসাধারণের মধ্যে পার্থক্য করে। পরীক্ষার আগুনে মূল্যবান স্বর্ণ আরো বিশুদ্ধতা অর্জন করে। জিহাদের এই পাঠশালাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের ইসলাহের প্রক্রিয়াও যেন চলমান থাকে। কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত লাভের শর্ত হল, ক্রমাগত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা জারি রাখা এবং নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতা কাটিয়ে নিজেকে শাহাদাতের মর্যাদার যোগ্য করে তোলা। আমাদের আখলাক যেন হয় সর্বোত্তম, যা অন্যান্য জাতির সাথে প্রতিযোগিতায় এমনিতেই আমাদেরকে এক পা এগিয়ে রাখবে। আর আমরা যেন কাফিরদের প্রতি কঠোর আর মুসলিম ভাইদের প্রতি রহমদিল হয়ে যাই। নিজের মুজাহিদ সাথীদের সাথে আচরণের বিষয়ে তো বলাই বাহুল্য! আল্লাহর রহমতে ব্যক্তি ও তানজিমের এই সামগ্রিক অর্জনই মূলত প্রকৃত বিজয়। বিজয় তো কেবল ভৌগোলিক কোন অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন নয়।

উম্মাহ’র উলামাদের প্রতি আমরা আরো নমনীয় হই। দাওয়াতি মাঠে সর্বদা নববী উসলূব অনুসরণ করি। আমাদের অসঙ্গত আচরণ-উচ্চারণ থেকে উম্মাহ যেন কখনোই এই মুবারক জামাত সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষন না করতে পারে, সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করি।

হে আম্বিয়া কেরামের উত্তরসূরী, মুজাহিদিনের রাহবার, সম্মানিত উলামা ও শরীয়া বিভাগের সদস্যগণ!

মহান আল্লাহ আপনাদের উপর মুজাহিদিনের মেহনত ও জযবাকে শরীয়াহ’র আলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যতদিন আপনারা এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন, ততদিন মুজাহিদগণ সঠিক পথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। ফিতনা ও বিভ্রান্তির এ সময়ে, স্রোতের বিপরীতে উলামায়ে সূ’দের মিথ্যাচারের জাল ছিড়ে সত্যকে উন্মোচন করার ক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থান আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা।

রব্বে কারীমই আপনাদের মর্যাদা উঁচু করেছেন-

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“তোমাদের থেকে যারা ঈমান এনেছে ও যাদের ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের সম্মান উঁচু করবেন। আর তোমরা যা কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক অবগত।” (সুরা মুজাদালাহ : ১১)

আপনারা জাতির সামনে হকের আওয়াজ আরো বুলন্দ করুন! ইনশাআল্লাহ উম্মাহ'র যুবারা আপনাদের সঙ্গ দেবে। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের ইলম ও আমলে আরো বেশি বারাকাহ দান করুন! আমাদেরকে আপনাদের ইলম থেকে আরো বেশি ইস্তেফাদার তাওফিক দান করুন। আমীন!

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সংগঠক, দাওয়াতী শাখার মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার!

আপনারা এই জমিনে দাওয়াহর দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আশা রাখি রব্বে কারীম আপনাদের ব্যাপারেই এই ইরশাদ করেছেন-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহবান করে, নিজে সৎকর্ম করে আর বলে নিশ্চয় আমি রবের প্রতি আনুগত্যশীলদের একজন।" (সুরা ফুসসিলাত : ৩৩)

আপনারা দাওয়াতি কাজে বিচক্ষণতা ও সবরের সাথে লেগে থাকুন, এবং উত্তরোত্তর বিকাশ ও উন্নতির জন্য চেষ্টা জারি রাখুন। একটি কার্যকরী জিহাদি আন্দোলন প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতপ্রাণ দাঈদের কোনো বিকল্প নেই। উম্মাহ'র অন্তরে জিহাদের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জলিত করার দায়িত্ব আপনাদের। যারা হক পথের দিকে আহবান করার পাশাপাশি সাধারণের সামনে কুরবানী, আত্মনিবেদন এবং পরিশ্রমের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। যারা তাওহীদ ও জিহাদের বৈপ্লবিক দাওয়াহকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করবেন। আরাম-আয়েশ কিংবা নিশ্চয়তার জীবনকে ত্যাগ করে, মুসআব বিন উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর অনুসরণে এই দাওয়াহর প্রসারকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করবেন।

যখন আমরা এভাবে দাওয়াহর কাজকে আঁকড়ে ধরতে পারবো, জিহাদের ময়দানে কাজ করার জন্য বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন নতুন নতুন সাথী, জিহাদ পরিচালনার অর্থ যোগানদাতা, আসলিহাত ও মুতাফাজ্জিরাতের লিংক ইত্যাদির মতো কঠিন বিষয়গুলো সহজ হয়ে যাবে এবং জিহাদি আন্দোলন আরো দ্রুত গতিতে অগ্রসর হবে ইনশাআল্লাহ।

উম্মাহ'র অনুভূতি জাগ্রতকারী, মিডিয়া শাখার প্রিয় ভাইয়েরা!

শত্রুর সাথে আমাদের লড়াই কেবল অস্ত্রের নয়, বরং এই লড়াই আদর্শেরও। আদর্শিক লড়াইয়ের প্রধান অস্ত্র মিডিয়া। একারণেই মুজাহিদ আমিরগণ বারবার মিডিয়ার কাজের গুরুত্বের কথা বলে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ আপনার পরিশ্রমের ফলে এ ভূখণ্ডের মুসলিমদের চিন্তা ও চেতনায় বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন আসার প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাগুতি শক্তির জন্যও আপনাদের মেহনত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই আপনাদের প্রচেষ্টাকে আরো তীব্র করুন, আরো শানিত করুন। আপনাদের প্রকাশনাগুলো এ ভূখণ্ডের প্রেক্ষাপট, ইতিহাস এবং মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী সাজান। সর্বাধিক কার্যকরভাবে আমাদের বক্তব্য মানুষের কাছে পৌঁছানোর ফিকির জারি রাখুন। উম্মাহ'কে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা এবং শরীয়াহ শাসনের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি বৈশ্বিক জিহাদের সঠিক মানহাজ ও ফিকির তুলে ধরার প্রতি মনোযোগী হোন। গাযওয়াতুল হিন্দ এবং কাশ্মীরের বিষয়টি আপনাদের প্রচারণায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদের শ্রম কবুল করুন, এতে বারাকাহ দান করুন এবং আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমরা আশাবাদী আপনাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রেখে পূর্ণ আজর দান করবেন ইনশাআল্লাহ-

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

"এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়, তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" (সুরা তাওবাহ : ১২০)

শাতিমে রাসূলদের প্রাপ্য পরিশোধকারী, আসকারি শাখার প্রিয় ভাইয়েরা!

আমরা নিশ্চয়ই অবগত আছি, আসকারি শাখা এবং আসকারি কাজই একটি জিহাদি সংগঠন বা জিহাদি আন্দোলনের মূল ও মুখ্য অংশ। আসকারি কাজের সহযোগী হিসেবেই মূলত অন্য শাখাগুলো কাজ করে। আমাদের লাজনা, মিডিয়া, দাওয়াহসহ সকল বিভাগের সকল কর্মযজ্ঞের ফসল ঘরে তোলার দায়িত্ব আসকারি ভাইদেরই আদায় করতে হয়। আমাদের সামান্য দুর্বলতা বা অসতর্কতা সব কর্মযজ্ঞ বৃথা করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং উম্মাহর এত বড় ত্যাগ ও কুরবানির ফসল ঘরে

তোলার জন্য আমাদেরকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ ও বান্দার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন করতে হবে। সকল কথা ও কাজে আমাদেরকে সর্বোচ্চ সততা ও একনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে হবে। একই সঙ্গে খুব দ্রুততম সময়ে আমার শারীরিক ও উপায়-উপকরণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কাজের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَ اَعِدُّوۡا لَهُمۡ مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ قُوَّۃٍ وَّ مِنۡ رِّبَاطِ الۡخَیۡلِ تُرۡهِبُوۡنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّکُمۡ وَ اٰخَرِیۡنَ مِنۡ دُوۡنِهِمۡ ۚ لَا تَعۡلَمُوۡنَهُمۡ ۚ اَللّٰهُ یَعۡلَمُهُمۡ ؕ

"আর তাদের মোকাবেলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্যদেরকেও; যাদেরকে তোমরা জাননা, কিন্তু আল্লাহ জানেন।" (সূরা আল-আনফাল : ৬০)

তাই আমার প্রিয় ভায়েরা,

যথোপযুক্ত প্রস্তুতি গ্রহণে সচেষ্ট হোন। আসন্ন কিতালের সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন। মনে রাখবেন, প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি কঠিন, তো যুদ্ধ সহজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদের প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন, এতে বারাকাহ দান করুন।

হে মদিনার আনসারদের উত্তরসূরী প্রিয় আনসার ভাই ও বোনেরা!

দ্বীনের বিজয় আসে হিজরত, নুসরাত ও জিহাদের সমন্বয়ে। এই দ্বীনের রাহে আনসারের ভূমিকায় অবতীর্ন হওয়া এই দ্বীনের বিজয়ের একটি অন্যতম বড় উপাদান। এই গুরুদায়িত্ব আপনারা পালন করছেন। আপনারা স্মরণ করুন মদিনার সেই আনসারদের কথা, যাদের কাঁধে ভর দিয়ে আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় রাসূলে কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহর অনুমতিক্রমে এই দ্বীনকে চতুর্দিকে সম্প্রসারণের মহান দায়িত্ব আনজাম দিতে পেরেছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় আনসারী নারী ও শিশুকে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আনসারদের ব্যাপারে বললেন-

اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ

'নিশ্চয় তোমরা আমার প্রিয়তম মানুষদের অন্তর্ভুক্ত।'

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তায়ালা আপনাদের দ্বারা এই মহান খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ! তাই প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনারা আপনাদের দায়িত্বকে ছোট করে দেখবেন না; বরং আমাদের ভূখণ্ডে জিহাদি কাজের সমস্ত পরিকল্পনা, দাওরা, মাশোয়ারা এসব তো আপনাদেরই কারও না কারও ছায়ায় করা হয় এবং সেগুলোই মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ আপনাদের কাজের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

জিহাদের জন্য রক্ত সমতুল্য অর্থ সাদাকাকারী প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

জিহাদের দুটি প্রধান চালিকাশক্তি হল অর্থ এবং মুমিনের রক্ত। মহান আল্লাহর রাস্তায় এই দুটি ব্যাপকভাবে খরচ করার পরই আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় আসে। আপনারা আলহামদুলিল্লাহ নিজেদের কষ্টার্জিত হালাল অর্থ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে এই জিহাদকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আপনাদের রিযিকে বারাকাহ দান করুন এবং আপনাদের সাদাকার হাতকে আরও প্রসারিত করে দিন। আমিন। আপনাদের এই অর্থই খোরাসানের মাটিতে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করা হয়। আপনাদের এই অর্থই অনেক বন্দী পরিবারের মুখে আহার যোগায়; বন্দী মুজাহিদদের মুক্ত করার রসদ সরবরাহ করে; আরাকানের বৌদ্ধদের নির্যাতনে নিষ্পেষিত আমাদের মা-বোনদের মুখে সামান্য হাসি ফোটায়; কাশ্মীরে নাপাক মালাউনদের ঘুম হারাম করার কারণ হয় বি-ইযনিল্লাহ। আপনারা আপনাদের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার প্রচেষ্টা জারি রাখুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদের জন্য সত্য ওয়াদা করেছেন–জান্নাতের, যা আপনাদের জন্য যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সফলতার ঘোষণা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন-

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"কিন্তু রাসূল ও তাঁর সাথের ঈমানদারগণ তাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। তাদের জন্যই কল্যাণ রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।" (সুরা তাওবাহ : ৮৮)

পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থাকা প্রিয় মুহাজির (কাট-অফ) ভাইগণ!

নিশ্চয় বিশুদ্ধ তাওহীদের পথ কোরবানীর পথ। এই পথে চলতে গিয়ে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের অনুসারীদেরকে নিজ গৃহ ও পরিবার পরিজন থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। আপনারা সেই

মহান পথের পথিকদের পদাঙ্কই অনুসরণ করছেন। আজ ঈদের দিনেও আপনারা নিজ পরিবার-পরিজন ছেড়ে কষ্টকর, একাকী জীবন যাপন করছেন। নিশ্চয় আমাদের জন্য এবং আমাদের পরিবারের জন্য আল্লাহই সর্বোত্তম হেফাজতকারী। নিশ্চয়ই আমাদের উপস্থিতি এবং পার্থিব উপার্জনের চেয়ে দ্বীনের শত্রুর মোকাবেলা এবং ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জিহাদ আমাদের পরিবারবর্গের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য অধিকতর উপকারী।

আপনারা তো সে সকল সৌভাগ্যবান, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হাবীব ইরশাদ করেছেন-

" أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْغُرَبَاءُ قِيلَ: وَمَا الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الْفَرَّارُونَ بِدِينِهِمْ يُحْشَرُونَ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " - السنن الواردة في الفتن للداني: 2/ 430

“আল্লাহর প্রিয়তম হল, ‘গুরাবা’। প্রশ্ন করা হল, গুরাবা কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা আপন দ্বীন নিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কেয়ামতের দিন তাদেরকে ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে উঠানো হবে।” (আসসুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান: ২/৪৩০)

কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দিন গুজরানকারী নবী ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হে আমার সম্মানিত ভাই!

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই মুবারক মেহনতে আপনাদের কোরবানী, কষ্ট ও তাকলিফগুলো সম্পর্কে দুনিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী বেখবর হলেও নিঃসন্দেহে আসমানের অধিবাসীরা তা সম্পর্কে অবগত। আপনাদের বন্দীত্বের কারণ তো এটাই যে, আপনারা ঈমানের উপর অটল রয়েছেন, তাগুতের গোলামী মেনে নেননি।

সুসংবাদ গ্রহণ করুন হে ভাই!

আমরা বিশ্বাস করি, রব্বে কারীম যাদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ করেছেন, আপনারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

“নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।” (সুরা হা-মিম: ৩০)

আপনাদের কোরবানী আমরাও ভুলে যাইনি এবং আপনাদের ছাড়া আমাদের ঈদ ম্লানই থেকে যায়। আমরা সেই দিন প্রকৃত ঈদ-আনন্দ উপভোগ করতে পারবো, যেদিন আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সকল মুমিনের সঙ্গে কালিমার পতাকাতলে মুক্ত অবস্থায় ঈদ উদযাপন করতে পারবো।

কারাভ্যন্তরের এই কষ্টগুলো তো অল্প কয় দিনের কষ্ট মাত্র। দুনিয়া তো মুমিনের প্রকৃত সুখের জায়গা নয়। তাই এই কষ্ট যেন কিছুতেই আমাদের মানসিকভাবে দুর্বল করে না ফেলে। দ্বীনের এই মুবারক পথ থেকে ঝরে পড়ার কারণ না হয়। আমরা দুয়া করি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যেন দ্রুতই আপনাদের বন্দীত্বের অবসান ঘটান। মুক্তি তরান্বিত করেন।

প্রিয় ভাই! আপনারা দুনিয়াবি কারাগারে বন্দী থাকা সত্ত্বেও আপনাদের হৃদয় স্বাধীন, কারণ রব্বে কারীম আপনাদের সাথেই আছেন। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে দ্বীনের পথে অটল ও অবিচল রাখুন। আমীন!

মজলুম পরিবারস্থ হে আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

নিজেদের একা ভাববেন না। আপনাদের দুঃখ ও দুর্দশা আপনাদের একার নয়। আপনাদের ব্যাথায় আমাদের হৃদয়গুলোও ব্যাথাতুর। স্বজন হারানোর কষ্ট আমরাও অনুভব করি। যুগে যুগে তাওহীদের দাবীদার প্রত্যেক জাতিকেই এই পরীক্ষা দিয়ে ঈমানি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন আপনাদের সবরে জামীল ইখতেয়ার করার তাওফিক দান করেন, বন্দী ভাইদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন, শহীদগণের সাথে জান্নাতে আমাদের আবাসস্থল তৈরি করে দেন। আপনারাও দোয়া করবেন, রব্বে কারীম যেন বন্দী মুক্তির কার্যক্রমে তানযিমের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করে দেন। সকল মজলুম ও শহীদ পরিবারের পাশে উপযুক্ত সহাযোগিতা নিয়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা দান করেন। আমীন!

বস্তুত মুসলিম উম্মাহ তখনই প্রকৃত ঈদ-আনন্দ অনুভব করবে, যখন মুসলিমদের পবিত্র স্থানগুলো কাফের ও তাগুতী শক্তির হাত থেকে মুক্ত হবে। যখন আল্লাহ তায়ালার বান্দাগণ মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের দাসত্বে চলে আসবে। যখন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হবে। সেদিন কালিমার পতাকাতলে মুসলিম উম্মাহ'র প্রতিটি দিনই ঈদের দিন মনে হবে ইনশাআল্লাহ। জিহাদের ময়দানে আমাদের জান ও মাল কোরবানীর সামান্য এ প্রচেষ্টাগুলো উম্মতের সেই প্রকৃত আনন্দ ফিরিয়ে আনতেই। আল্লাহ তায়ালা যেন উম্মতের সেই প্রকৃত আনন্দ ফিরিয়ে দেন এবং আমাদেরকে আখিরাতে এর উত্তম প্রতিদান দান করেন। মহান রবের দরবারে এটাই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

পরিশেষে সকল ভাই বোনদেরকে জানাই পবিত্র ঈদের সম্ভাষণ, আল্লাহ তায়ালা যেন সকলের ঈদকে আনন্দময় করেন!

تقبل الله منا ومنكم

আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

আপনাদের ভাই

আহমাদ মুখতার

দায়িত্বশীল

আল কায়েদা উপমহাদেশ, বাংলাদেশ হালাকা

২৮ রমাদানুল মুবারাক ১৪৪৩ হিজরী

৩০ শে এপ্রিল ২০২২ ঈসায়ী